দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সচিব আবদুল মজিদের দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশ

ষ্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রেষণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দিনাজপুরের সচিব পদের দায়িত্বপালনকারী ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মজিদ এবার দুর্নীতিতে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। দুর্নীতি পরায়ন এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এবার গাইবান্ধা-৩ আসনের সংসদ সদস্য ডঃ টি আই এম ফজলে রাব্বি চৌধুরী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই মন্ত্রণালয় থেকে রংপুর বিভাগের কমিশনার বরাবরে একজন অতিরিক্ত কমিশনার এর মাধ্যমে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে এই সচিবই কোটি টাকার টেন্ডার বাতিল আদেশ জারীর পর আবার নিজেই মাত্র সাত দিনের মাথায় কার্যাদেশ প্রদান করে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়াসহ আরো বেশ কিছু দুর্নীতির তথ্যভিত্তিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক ইনকিলাবসহ আঞ্চলিক ও স্থানীয় কয়েকটি সংবাদপত্রে। কিন্তু অজ্ঞাত ত্রুটির জেরে সে এখনও তার স্বপদে বহাল থেকে শিক্ষা বোর্ডে তিনি একনায়কতন্ত্র কায়েম করে চলেছেন।

জানা গেছে, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস) মোঃ আবদুল মজিদ প্রেষনে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের সচিব পদে গত প্রায় দুই বছর আগে যোগদান করেন। সততার ঢোল বাজিয়ে তিনি যোগদানের পর থেকেই শিক্ষা বোর্ডে এক ন্যায়কতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা চালিয়ে যান। তার কথামত কাজ না করায় বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান তসলিমা আখতার বানু'র বিরুদ্ধে দিন হাজিরার ভিত্তিতে চাকুরী করা কর্মচারীদের ক্ষেপিয়ে তুলেন। সে সময় কর্মচারীদের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রীসহ বিভিন্ন স্থানে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ পাঠাতে থাকেন। সেই সব অভিযোগের এক স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যে, চেয়ারম্যান দিনাজপুরের বাহিরে গেলে সচিব-কে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়ে যান না। অর্থাৎ তার স্বার্থ রক্ষা না হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধাচারণ করতেও সচিব কুণ্ঠা বোধ করেননি। লক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে যে, চেয়ারম্যান অবসরে যাওয়ার পর পরবর্তী চেয়ারম্যান যোগদান করার পর সে নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। এসময় মন্ত্রণালয়ে তার

বিরুদ্ধে কে বা কাহারা অভিযোগ করলে তিনি চাকুরীবিধি লংঘনের অভিযোগে তার অপছন্দের কর্মচারীদের চাকুরীচ্যুতি, পুলিশ দিয়ে হয়রানীসহ বিভিন্নভাবে হুমকি দিতে থাকেন। বিষয়টি শিক্ষাবোর্ডসহ শিক্ষাবোর্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মহলই ওয়াকিবহাল রয়েছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উপ-সচিব ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ের সহপাঠি এক সংসদ সদস্যের দোহাই দিয়ে থাকেন বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন। তার ক্ষমতার জোর এতটাই যে, কোটি টাকার টেন্ডার বাতিল করার পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে রফাদফার মাধ্যমে বিধি বহির্ভূতভাবে আবার কার্যাদেশ প্রদান করেন। বিষয়টি জানা জানি হলে এবং পত্রিকায় প্রকাশিত হলে ক্ষমতার দম্ভে তিনি সবকিছুকে উড়িয়ে দেন। সর্বশেষ তার ডেমকেয়ার ভাব এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করতে বাধ্য করেছে। সংসদ সদস্য ডঃ ফজলে রাব্বী'র অভিযোগের ভিত্তিতে রংপুর বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এত কিছুর পরও প্রেষণে থাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব পদে বহাল থাকায় সংশ্লিষ্ট সকল মহলের মধ্যে বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য অনেকেই মনে করছেন বর্তমান সরকারের নিষ্ঠা ও সততায় দেশের সকল মহলে প্রশংসিত শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর হস্তক্ষেপে সচিবের দুর্নীতি সর্ম্পকে যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে মত প্রকাশ করেছে।